

ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি নতুন ঠিকানার অপেক্ষায়

মো. সাইফুল্লাহ ●

মূল ফটকের কাছেই চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসেছেন এক ছাত্র। টেবিলের গায়ে একটা ব্যানার ঝোলানো হয়েছে। ওপরে লেখা আছে, 'জয়েন দ্য অরেঞ্জ আর্মি।' বোঝা গেল, কোনো একটা দলে নতুন সদস্য যোগ করতে নাম নিবন্ধন চলছে। কিন্তু 'অরেঞ্জ আর্মি'রা কারা? প্রশ্নটা মাথায় রেখেই পা বাড়াই ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (ইউআইইউ) ভেতরের দিকে। ধানমন্ডির সাতমসজিদ রোডে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়টির ক্যাম্পাস। তবে খুব শিগগির তাদের ঠিকানা বদল হচ্ছে। খবরটা নিশ্চিত করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এম রিজওয়ান খান। বললেন, 'আগামী জানুয়ারি মাসেই আমরা সাতারকুলে আমাদের স্থায়ী ক্যাম্পাসে চলে যাবি।' অর্থাৎ ধানমন্ডিতে এটা ইউআইইউয়ের শিক্ষার্থীদের শেষ সেমিস্টার।



আমাদের স্নাতকদের বয়স খুব বেশি নয়। আট-নয় বছর হবে। এরই মধ্যে তারা দেশে-বিদেশে ভালো অবস্থানে পৌঁছে গেছেন। অনেকে বলে, গ্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে

নতুন ক্যাম্পাস, নতুন ঠিকানা, নতুন ঘরও বাটে। সব মিলিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাজ করছে চাপা রোমাঞ্চ। এ বছর ইউআইইউয়ের পয়লা বৈশাখের উৎসব আয়োজন করা হয়েছিল সাতারকুলের স্থায়ী ক্যাম্পাসে। সেখান থেকে ঘুরে এসে শিক্ষার্থীদের অপেক্ষা বেড়েছে আরও। বিশাল মাঠ, আধুনিক ভবন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী সব মিলিয়ে প্রায় ২৫ বিঘা জায়গার ওপর নতুন ক্যাম্পাস তৈরি হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা দাবি করলেন, ঢাকার ভেতর এত বড় ক্যাম্পাস আর কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। উপাচার্য জানালেন, যেসব শিক্ষার্থীর বাসা ধানমন্ডির আশপাশে, তাদের কথা মাথায় রেখে চাহিদা অনুযায়ী বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাসগুলো ধানমন্ডি থেকে সাতারকুলে আসা-যাওয়া করবে।

নতুন ঠিকানায় যাওয়ার আনন্দ যেমন আছে, তেমনি পুরোনোর প্রতি একটা অদ্ভুত মায়াও অস্বীকার করা যাচ্ছে না। ধানমন্ডির ক্যাম্পাসের ক্যানটিন, লাইব্রেরি, ক্লাসরুমের দেয়ালে দেয়ালে জমে আছে ছেলেমেয়েদের কত স্মৃতি! কত বন্ধুত্ব, অর্জন, পরিশ্রম কিংবা বেদনার গল্প। গত বৃহস্পতিবার ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ঘুরে এসব কথা শুনে শুনে সকাল-দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল।

গবেষণা, অর্জন ও আয়োজন

ইউআইইউয়ের ছাদে গড়ে উঠেছে সেন্টার ফর এনার্জি রিসার্চ নামের আধুনিক গবেষণাগার। সেখানে নবায়নযোগ্য শক্তির বিষয়ে কাজ করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক শাহরিয়ার আহমেদ চৌধুরী। সৌরবিদ্যুৎ নিয়ে তাঁর বিভিন্ন গবেষণা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। গতকালই প্রথম আলোর শনিবারের ক্রোড়পত্র 'ছুটির দিনে'তে তাঁর কার্যক্রম নিয়ে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। এই গবেষণা থেকে শিক্ষার্থীরা কীভাবে লাভবান হচ্ছেন? প্রশ্নের উত্তরে শাহরিয়ার বললেন, 'আমার সঙ্গে গবেষণা সহকারী হিসেবে ওরা কাজ করছে। শেষ বর্ষের ২৪ জন শিক্ষার্থী নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ নিয়ে তাঁদের



ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছেন এই শিক্ষার্থীরা। ছবি: খালেদ সরকার



ডিবেট ক্লাবের সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এনেছেন বেশ কয়েকটি পুরস্কার

সহযোগী অধ্যাপক জেমস বকুল সরকার বললেন, 'দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য আগামী মাসে আমরা একটা 'রিসার্চ সিম্পোজিয়াম' (গবেষণা সম্মেলন) আয়োজন করছি। এরই মধ্যে ১৬৭টি

চেয়ে আমরা এগিয়ে আছি।' জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও এগিয়ে আছেন ইউআইইউয়ের শিক্ষার্থীরা। ন্যাশনাল হ্যাকাথন, বিতর্ক উৎসব, রোবোটিক্স প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন আয়োজন



ইউআইইউ-এর পাঠাগার

আড্ডায় বসেছিলাম আমরা। কথা বলতে বলতে হঠাৎ চমকে ওঠার মতো তথ্যটা দিলেন কম্পিউটারবিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র ফজলুল হক। বললেন, 'আমাদের এখানে "ফ্রেড সার্কল" বলে কিছু নেই।' বলে

আমরা খুব কৃপণ। আসলে তা নয়। যার যতটুকু নম্বর প্রাপ্য, সে ঠিক ততটুকুই পাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকানুন, কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আমরা একদম স্বচ্ছ। আমাদের উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনাও খুব পরিষ্কার—আমরা বাংলাদেশের এক নম্বর বিশ্ববিদ্যালয় হতে চাই।

এম রিজওয়ান খান
উপাচার্য, ইউনাইটেড
ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

খিসিস পেপার লিখছে।'

এখানে আছে অ্যাডভান্সড ইন্সটিটিউট মাস্টিডিসিপ্লিনারি সিস্টেমস (এইমস) ল্যাব। এই গবেষণাগারের তত্ত্বাবধানে আছেন সহযোগী অধ্যাপক খন্দকার এ মামুন। তিনি জানানেন, উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে তারা স্বাস্থ্য, শারীরিক অক্ষমতা ও শিক্ষাবিষয়ক নানা সমস্যার সমাধান খুঁজতে চেষ্টা করছেন। এরই মধ্যে এইমস ল্যাবের কিছু প্রকল্প পুরস্কারও পেয়েছে। খন্দকার এ মামুন বললেন, 'শিক্ষার্থীদের আমরা ফলিত গবেষণায় আগ্রহী করতে চাই।'

শুধু প্রকৌশলের ক্ষেত্রেই নয়, বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষার্থীদেরও গবেষণায় আগ্রহী করতে চায় ইউআইইউ। বিবিএর ডেপুটি ডিরেক্টর ও

গবেষণার ধারণা জমা পড়েছে। বাণিজ্য নিয়ে যারা পড়েন, তাঁদের কিন্তু গবেষণার প্রচুর সুযোগ আছে। কিন্তু আমাদের দেশে এই চর্চা খুব একটা নেই।'

এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়টির বেশ কয়েকটি ইনস্টিটিউট রয়েছে। যেমন সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অব আইটি প্রফেশনালস (সিডিআইপি), ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যান্ড ইকোনোমিক রিসার্চ, ভিএলএসআই ট্রেনিং একাডেমি, সিসকো নেটওয়ার্কিং একাডেমি ইত্যাদি। উপাচার্য এম রিজওয়ান খান অবশ্য এতেই সন্তুষ্ট নন। বললেন, 'একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যত বেশি গবেষণা হওয়া উচিত, ততটা আমরা পারছি না। তবে দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের

থেকে পুরস্কার এসেছে। ক্যাম্পাসে তাঁরা নিজেরাও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করছেন। এই তো কদিন আগেই নতুন উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে ইউআইইউয়ের বিজনেস ক্লাব আয়োজন করেছিল 'মার্কেটিং সামুরাই'। শিক্ষার্থীদের মোট ১২টি ক্লাব ও ১২টি ফোরাম কার্যকর আছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। জানা গেল, প্রতি সেমিস্টারের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ২০ শতাংশ শিক্ষার্থী বৃত্তি পান। ৪ শতাংশ পান শতভাগ, ৬ শতাংশ পান ৫০ ভাগ, আর বাকি ১০ শতাংশ শিক্ষার্থী ২৫ ভাগ বৃত্তি পান।

'ফ্রেন্ড সার্কেল' বলে কিছু নেই।

শিক্ষার্থীদের কয়েকটি সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে

কী! বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ফ্রেন্ড সার্কেল' না থাকে কী করে? বুঝিয়ে বললেন একই বিভাগের আরেক শিক্ষার্থী মিস্তাহুল জাম্মাত, 'সবার সঙ্গে সবার সম্পর্কটা এমন, আলাদা করে "ফ্রেন্ড সার্কেল" দরকার হয় না। সিনিয়র, জুনিয়র সবাই সবার বন্ধু। যখন যাঁদের সামনে পাচ্ছি, তাঁদের সঙ্গেই আড্ডা জমে যাচ্ছে।'

'নতুন ক্যাম্পাসে যাচ্ছেন আপনারা, কেমন লাগছে?' প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সবাই একসঙ্গে কথা বলে উঠলেন। হাইল্লোভের ভেতর থেকে যা পাওয়া গেল, তার মোদাকথা এই—সবাই খুব খুশি। শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী সনেরের উজ্জ্বাসের সঙ্গে অবশ্য আফসোসও মিশে আছে। বলছিলেন, 'এটাই আমার শেষ সেমিস্টার। নতুন ক্যাম্পাসে